আগষ্ট ১৯৭৭— জুন ১৯৯৫

পশ্চিমবঙ্গে

পুলিশ হেফাজতে ১৯২টি হত্যার ঘটনার

একটি

ভিখারী অন্তর্ধান রহস্য

In the light of the facts which have come to light during the investigations, it can be concluded that Bhikari Paswan was indeed picked up by the police party from his residence on the night of 30/31-10-1993 at about 12-30 a.m. His where-abouts since then are not known.

SHARAD KUMAR
S.P. CBI
SIC - II/New Delhi

গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা সমিতি
১৮, মদন বড়াল লেন
কলিকাতা-১২

ভিখারী পাশোয়ান ওরফে অমৃতলাল পাশোয়ান অন্তর্ধান রহস্য মামলায় সি বি আই-এর এস আই সি -এর এস পি শ্রী শরদ কুমারের রিপোর্ট আরও একবার চোখে আঙুল দিয়ে দেখাল, এরাজ্যে পুলিশের হাতে নাগরিক অধিকার, কতটা সুরক্ষিত। দেশবাসীর সামনে পরিষ্কার হলো, এ রাজ্যে দু-তিনটি খুনী পুলিশকে বাঁচাতে কিভাবে একটি রাজ্য সরকারের সর্বস্তরের প্রশাসন (ডি এম, এস পি, ডি জি, স্বরাষ্ট্র সচিব মায় মুখ্যমন্ত্রী পর্যন্ত) একজোট হয়ে শুধু চুপ করে থাকলেন তাই নয়, আদালতকে বিভ্রান্ত করতে মিথ্যা হলফনামা পেশ করলেন। তাই এককথায় এই সি বি আই রিপোর্ট পুনর্বার প্রমাণ করল, বামফ্রন্ট সরকারের কাছে শ্রমিকের তথা নাগরিকের জীবনের কোন দাম-ই নেই। 'ভিখারী' নামটি আজ বড় নিষ্ঠুরভাবে দ্যোতক হয়ে গেল।

প্রাক-কথন

হুগলী জেলার ভদ্রেশ্বর থানার অন্তর্গত তেলেনীপাড়ার ভিক্টোরিয়া জুটমিলের বিদেশী মালিক ব্রেইলী কিভাবে মিলের সম্পদ শোষণ, লুঠ করে বিদেশে পাচার করেছে, তার বিস্তারিত তথ্য ইতিপূর্বেই সমিতির তদন্ত রিপোর্টে বিস্তারিতভাবে প্রকাশিত হয়েছে। দীর্ঘদিন যাবৎ মজুরী না দিয়ে কাজ করানোর জন্য ভিক্টোরিয়ায় জুটমিলে শ্রমিক অসন্তোষ বাড়ছিল যা জেলা প্রশাসন এবং রাজ্য সরকার প্রথম থেকেই অবহিত ছিলেন। ১৯৯৩ শারদোৎসবের প্রাক-মুহূর্তে ২০, ২১, ২২ অক্টোবর কিছু ঘটনা ঘটে। এক কনস্টেবল বলরাম সিং নিহত হন। ভদ্রেশ্বর থানায় কয়েকটি কেস হয়, যার মধ্যে কনস্টেবল হত্যা সংক্রান্ত মামলা (কেস নং ২৩৯/৯৩ তাং ২১/১০/৯৩)-য় ভিখারী পাশোয়ানের নাম এফ আই আর-এ উল্লেখিত ২২ জন অভিযুক্তের মধ্যে ১৯ নম্বরে ছিল। ৩০-৩১ অক্টোবর, ১৯৯৩ হুগলী জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার হরমন প্রীত সিং-এর নির্দেশে অন্য থানার সঙ্গে যুক্ত এস আই সমর দত্ত এবং কনস্টেবল স্বপন নামহাট্টা ভিখারীকে রাত সাড়ে বারোটা নাগাদ ঘর থেকে তুলে নিয়ে আসে এবং মারতে মারতে তেলেনীপাড়া ফাঁড়িতে নিয়ে যায়। পরে খাদিনামোড়ে, ধরমপুর ফাঁড়িতে তাকে নিয়ে আসে পুলিশ। এই ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী তাঁর স্ত্রী, বাবা-মা ছাড়াও প্রতিবেশী বহু মানুষ আছেন। এরপর থেকেই ভিখারী নিখোঁজ হয়।

মামলা ঃ প্রশাসনের ভূমিকা

বর্তমানে বিচারাধীন হেবিয়াস কর্পাস মামলায় সি বি আই রিপোর্টে পুলিশ কর্তৃক ভিখারী অপহরণ এবং অন্যান্য অফিসারদের সেই কীর্তিকে চাপা দেওয়ার জন্য মিথ্যা সাক্ষ্যদান প্রমাণিত। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, হাইকোর্টে ভিখারী পাশোয়ানের জন্য হেবিয়াস কর্পাস মামলাটি ১৭ই নভেম্বর আমাদের সমিতিই প্রথমে দায়ের করেছিল। ভিখারীর বাবাও এই পিটিশনের দ্বিতীয় অভিযোগকারী ছিলেন। কয়েকদিন শুনানীর পর ভিখারীর বাবার আবেদনই হাইকোর্ট শুনানীর জন্য গ্রহণ করেন ও সমিতিকে সব ধরনের সাহায্য করার অধিকার দেন। তার কয়েকটি শুনানীও হয়েছিল। আমাদের সমিতির প্রতিনিধিরা সেখানে সাক্ষ্যও দেন।

পুলিশ কর্তৃক ভিখারী অপহরণ ও হত্যার ঘটনাকে চাপা দেওয়ার জন্য

বিভিন্ন চক্রান্ত যথা মূল এফ আই আর বদল, তার বিকৃতি সাধন, চন্দননগর এস ডি জে এম কোর্টে, চুঁচুড়া এস জে এম কোর্টে, ব্যারাকপুর এস ডি ও কোর্টে বারংবার মিথ্যা মামলা আনা, হুগলী জেলা শাসক, পুলিশ সুপার এবং রাজ্য পুলিশের ডি জি কর্তৃক মিথ্যা রিপোর্ট প্রদান প্রভৃতির স্বরূপ উন্মোচন আমাদের সমিতি ইতিপূর্বেই করেছে। সরকার আদালতে জানিয়েছিলেন, ভিখারী পাশোয়ানকে পুলিশ চিনত না, সে কোন কেসে অভিযুক্ত ছিল না, তাই তাকে ধরার কোনো প্রশ্নই ওঠে না। সমিতি দেখিয়েছে যে, ২৩৯ নং কেসের এফ আই আর-এ ভিখারীর নাম ছিল এবং পরবর্তীতে তা কেটে নিজাম লেখা হয়। এই তথ্য কেন্দ্রীয় সরকার পরিচালিত সেন্ট্রাল ফরেনসিক সায়েন্স ল্যাবরেটরীর সিনিয়ার সায়েন্টিফিক অফিসার, গ্রেড-১ (ডকুমেন্টস) শ্রী ভি কে খান্নার রিপোর্ট (নং এস এফ এস এল ৯৪/ডি - ৯৯৮ তাং ২৮/৯/৯৪)-এ স্পষ্টভাবে প্রমাণিত।

সি বি আই রিপোর্টের অপর একটি উল্লেখযোগ্য অংশ হলো (পৃঃ ৩০, অনুঃ ৪৯) ঃ ভিক্টোরিয়া মিলে সমস্ত গাড়ি কেবলমাত্র 'চালগেট' দিয়েই ঢোকে এবং বের হয় এবং প্রথা অনুযায়ী ঐ মিলের দারোয়ানরা নির্দিষ্ট খাতায় (ইন ও আউট রেজিষ্টার) কোন গাড়ি কোন সময় ঢুকছে এবং কোন সময় বেরোচ্ছে তা নথিবদ্ধ করেন। তবে আদালতে পেশ করা হলফনামায় ও অন্যান্য রিপোর্টে এবং সাক্ষ্যে ডি এম, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার, ওসি ভদ্রেশ্বর, শ্রীরামপুর কোর্ট ইন্সপেক্টর, এস ডি ও, চন্দননগর এবং অন্যান্য বহু সরকারী কর্তা-ব্যক্তিরা যে মিথ্যা বিবৃতি দিয়েছেন, তাও স্পষ্ট প্রমাণিত। তাঁরা প্রায় প্রত্যেকেই দেখাতে চেয়েছেন যে, তাঁরা ভিক্টোরিয়া মিলের অভ্যন্তরে ৩০-৩১ অক্টোবর রাত ন'টা দশটা থেকে রাত একটা দুটো পর্যন্ত ছিলেন। তাই তাঁদের পক্ষে ঐদিন রাত সাড়ে বারোটায় ভিখারীকে অপহরণ করা সম্ভব নয়। সেইমতো তাঁরা থানার জি ডি ই বুক নতুনভাবে সাজিয়েওছিলেন। কিন্তু মিলের উক্ত খাতা প্রমাণ করল যে, সরকারী অফিসাররা রাত দশটা চল্লিশের মধ্যে সকলেই বেরিয়ে যান। সি বি আই রিপোর্টের পরিশিষ্ট ঘ-এ এই তথ্য আছে। রিপোর্টের ভাষায় "**..... the statements of the police officers, drivers and the Distt. Magistrate, Hooghly are inconsistent with the records maintained in the ordinary course of business ....**" (পৃষ্ঠা - ৩১)

আমাদের তদন্তে প্রমাণিত যে গামছা পরা অবস্থায়, অসহায় ভিখারীকে তেলেনীপাড়া থেকে মারতে মারতে ঐ রাতেই চুঁচুড়ার ধরমপুর ফাঁড়িতে অতিরিক্ত পুলিশ সুপার হরমন প্রীত সিংয়ের গাড়িতে নিয়ে যাওয়া হয়। তার উপর আরেক দফা অমানুষিক নির্যাতন চলে। অভুক্ত অনাহারক্লিষ্ট বদলী জুট মিল শ্রমিক (সি আই টি ইউ সদস্য) ভিখারী পাশোয়ান শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন যখন তার শরীরের উপর এই রাজ্যের 'নয়া কে পি এস গিল' মদমত্ত হয়ে সবুট লাথি মারছে।

রাজ্য সরকারের ভূমিকা

এখন প্রশ্ন হলো, এই রাজ্য সরকার যারা পুলিশ সম্পর্কে কোন অভিযোগ উঠলে তা শুনতে পায় না, অভিযোগপত্র দেখতে পায় না এবং অভিযুক্ত পুলিশের বিরুদ্ধে কিছু বলতে পারেন না ; যারা এই রাজ্যে সংঘটিত পুলিশ

কর্তৃক লক্ষাধিক অপরাধের একটিতেও নিজের থেকে উদ্যোগী হয়ে কোন শাস্তি দেননি ; যাদের আমলে অত্যাচারী পুলিশ অফিসারদের শাস্তির বদলে একের পর এক পদোন্নতি ঘটানো হয়েছে, তারা ভিখারী হত্যার দায়ে অভিযুক্ত পুলিশ অফিসারদের আড়াল করতে চাইবে তা আমাদের অজানা বা অবাক হওয়ার মত ঘটনা নয়। সরকার বলছে সি বি আই রিপোর্ট নয়, আদালতের রায় জানার পরই যা করার তা করবো। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কাছে আমাদের জিজ্ঞাস্য, খুনের অভিযোগ ওঠার বহু দিন বাদে খুনের দায়ে অভিযুক্ত কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে হাইকোর্ট যদি সি বি আইকে তদন্ত করার আদেশ দেয়, সেই ব্যক্তিকে কি পুলিশ গ্রেপ্তার না করে তথ্য প্রমাণ লোপাট করবার সুযোগ দেয়, না কি তার আগেই তাকে গ্রেপ্তার করা হয়? তাহলে কেন খুনি পুলিশের ক্ষেত্রে তা হবে না? তবে কি পুলিশ আইনের উর্ধে? পুলিশ কেন এই সংবিধান-বহির্ভূত ক্ষমতা ভোগ করছে?

সি বি আই রিপোর্টের পরিপ্রেক্ষিতে সমিতির এক প্রতিনিধি দল গত ১৩/৬/৯৫ সাড়ে তিনটের সময় অস্থায়ী মুখ্যমন্ত্রী শ্রী বিনয় চৌধুরীর সঙ্গে মহাকরণে সাক্ষাৎ করেন এবং স্মারকলিপি জমা দেন। শ্রীচৌধুরী প্রতিনিধি দলকে জানান, মুখ্যসচিবের কাছে রিপোর্ট চেয়েছি। সি বি আই রিপোর্ট আমি এখনও হাতে পাইনি। রিপোর্ট না দেখে আমার পক্ষে হাইপোথেটিক্যালি কোন মন্তব্য করা সম্ভব নয়।'

অথচ ঐ ১৩ তারিখেই কলকাতা থেকে ১০০ কিলোমিটার দূরে বর্ধমান শহরে বসে অতিরিক্ত পুলিশ সুপার হরমন প্রীত সিং রিপোর্ট পড়ে সাংবাদিকদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দিলেন যা ১৪/৬/৯৫ তারিখের বিভিন্ন সংবাদপত্রে প্রকাশিত হলো। এর থেকে এই প্রশ্নই ওঠা স্বাভাবিক যে এমন গুরুত্বপূর্ণ রিপোর্ট মুখ্যমন্ত্রীকে বাদ দিয়ে আগে বর্ধমানে যায় কিভাবে? সমিতি মনে করে, রাজ্য সরকার এই ঘটনায় তার নৈতিক দায় এড়াতে পারেন না। কারণ, মামলার শুনানীর দ্বিতীয় দিন থেকেই রাজ্য সরকারের অ্যাডভোকেট জেনারেল শ্রী নরনারায়ণ গুপ্ত স্বয়ং পুলিশের পক্ষে সওয়াল করেছেন, তিনজন প্রতিষ্ঠিত সরকারী আইনজীবী অভিযুক্তদের হয়ে রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে সওয়াল করেছেন, ডি আই জি সর্বেশচন্দ্র মামলা চলাকালীন প্রায় প্রত্যেকদিন আদালতে এসে মামলা তদারকি করেছেন — এ সমস্তই প্রশ্নাতীতভাবে প্রমাণ করে যে, রাজ্য সরকার পুলিশেরই পক্ষে, অত্যাচারিত পরিবারের বিপক্ষে।

আরেকটি প্রশ্নের উত্তরও রাজ্য সরকারকে দিতে হবে। মানুষ অপহরণ ও হত্যা মামলায় অন্যতম অভিযুক্ত, আদালতের গুরুত্বপূর্ণ নথি বিকৃত করবার দায়ে অভিযুক্ত, আদালতে মিথ্যা হলফনামা দায়ের করার দায়ে অভিযুক্ত 'মিনি কে পি এস গিল' এইচ পি সিং-কে সুদূর মোজাম্বিকে গণতন্ত্র রক্ষার জন্য পাঠিয়ে যে পুরস্কার রাজ্য সরকার দিয়েছে তা কোন স্বার্থে? কেন? কোন্ যোগ্যতার (!) ভিত্তিতে?

জনদরদের এই কি নমুনা?

অন্য রাজ্যে সি বি আই রিপোর্টকে বামফ্রন্ট সরকারের অন্যতম শরিক দল, সি পি আই (এম) সমর্থন করে, দোষীদের শাস্তি দাবি করে। যেমন, পিলিভিটে শিখ হত্যার ঘটনায় অথবা মুলায়েম সিং যাদবের আমলে উত্তরাখন্ডী

আন্দোলনকারীদের উপর বি এস এফের হামলা, নারীদের ধর্ষণ, শ্লীলতাহানির ঘটনা। কিন্তু এ রাজ্যে তারা লকআপ হত্যার ঘটনায় (গাজোলের গোপাল গোস্বামী ও রাণাঘাটের রাজু চক্রবর্তীর ঘটনা) ম্যাজিস্ট্রেটের আদেশে সি বি আই তদন্তকে রোধ করার সব ধরণের চেষ্টা করছেন তাঁরা। দুঃখজনক হলেও সত্যি, রাজ্য সরকারের ভূমিকাও নিন্দাজনক। এখনও উক্ত দুটি মামলায় সি বি আই তদন্ত ঠেকানোর জন্য হাইকোর্টে রাজ্য সরকার খুবই সক্রিয়।

অথচ অতীতে (১৯৬৬) বেলেঘাটা লকআপে জনৈক নিমাইকে হত্যার বিরুদ্ধে বর্তমান মেয়র প্রশান্ত চট্টোপাধ্যায় দোষী পুলিশের শুধু শাস্তি নয় তৎকালীন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর পদত্যাগ দাবি করেছিলেন। এও জানা গেছে যে, '৬৯ সালে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জ্যোতিবাবু পুলিশী নির্যাতনের ঘটনায় চুঁচুড়া থানার দুই কনস্টেবলকে তৎক্ষণাৎ সাসপেন্ড করেন। ১৯৯৩ সালের ৭ই মে, তিলজলায় দম্পতি খুন ও লাশ গায়েবের ঘটনায় সুপ্রীম কোর্টের নির্দেশে সি বি আই তদন্ত করে এবং গত ১৭ এপ্রিল (১৯৯৫) সি বি আই-র রিপোর্টের ভিত্তিতেই পাঞ্জাব সরকার পুলিশের পাঁচ অফিসারদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করার সাথে সাথে অবিলম্বে বরখাস্ত করার আদেশ দেন যাতে মামলার সময় অভিযুক্তরা প্রভাব খাটিয়ে সাক্ষ্য প্রমাণ লোপ করতে না পারে।

সামগ্রিক পরিপ্রেক্ষিতে সমিতির দাবি ঃ (১) অবিলম্বে অতিরিক্ত পুলিশ সুপার হরমন প্রীত সিং, এস আই সমর দত্ত ও কনস্টেবল স্বপন নামহাট্টাকে সাসপেন্ড ও গ্রেপ্তার করতে হবে এবং অপহরণ ও খুনের অভিযোগে মামলা শুরু করতে হবে।

(২) আদালতে শুনানীর সময় জেলাশাসকসহ যারা মিথ্যা হলফনামা পেশ করেছেন, আদালতকে মিথ্যা পথে চালিত করার চেষ্টা করেছেন, তাদের বিরুদ্ধে যথাযথ আইনী পদক্ষেপ নিতে হবে।

(৩) ভিখারীর পরিবারকে অবিলম্বে ৫ লাখ টাকা ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। এই টাকা সরকার অবশ্যই সরকারী কোষাগার থেকে দেবেন না ; দোষীদের মাইনে, সঞ্চয় ও সম্পত্তি ক্রোক করে অর্থ আদায় করতে হবে। ১৯৯৩ সালে একটি মামলায় (নীলাবতী বেহরার মামলা, সুপ্রিম কোর্ট কেসেস্, জুন-জুলাই) ভারতের সর্বোচ্চ আদালত এই ধরনের রায়ও দিয়েছেন।

একটি আবেদন

বিভিন্ন কর্মসূচী, সভা, সমাবেশ, প্রকাশনা ছাড়াও হাইকোর্ট ও সুপ্রীম কোর্টে বেশ কয়েকটি মামলা চালানোর দায়িত্ব এসে যাওয়ায় সমিতি নিদারুণ আর্থিক সঙ্কটে রয়েছে। সদস্য, সমর্থক ও শুভানুধ্যায়ীদের কাছে তাই বিশেষ আবেদন সমিতির কেন্দ্রীয় দপ্তরে নীচের ঠিকানায় M.O/Bank Draft/ Cheque-এ বা সরাসরি এসে যথাসাধ্য সাহায্য করে আমাদের কার্যক্রম চালাতে সাহায্য করুন। ফোনে জানালে আমাদের সদস্যরা আপনার কাছে গিয়েও সাহায্য সংগ্রহ করে আনতে পারেন।

Association for Protection of Democratic Rights
18, Madan Baral Lane, Calcutta - 700 012
Phone - 27 6459

A careful microscopic examination ... reveals that the existing blue carbon writings reading "Nizam" has been written over some original blue Carbon writings which when deciphered read as "Be - - a - - e". The letter at the second dash position could be small 'h' or 'i'. The letter at the 3rd dash position after small letter a could be small r. The two straight strokes have been used to prevent the reading of the final small english letter e.

[Central Forensic Science Laboratory]

গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা সমিতি ১৯৭২ সাল থেকে
পশ্চিমবঙ্গে মানবাধিকার রক্ষার সংগ্রামে সক্রিয়।
সরকারে যেকোনো দলই থাকুক না কেন,
মানবাধিকার লঙ্ঘনের প্রতিটি ঘটনায় সমিতি প্রতিবাদ করে।
সমিতি নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে না।
সমিতি সঙ্কীর্ণ কোনো উদ্দেশ্যে এই ধরনের আন্দোলন করে না।

১৯৯৫-এ হেফাজতে মৃত্যুর খতিয়ান

১।	শেখ আজাদ	১-১-৯৫	লালবাজার
২।	চীনা সিং	১-১-৯৫	লেক থানা
৩।	ফেলু গায়েন	২-১-৯৫	ময়ুরেশ্বর শিউড়ি
৪।	মোসাফেক রহমান	১১-১-৯৫	দেগঙ্গা, বারাসাত
৫।	কমল পাঁজা	৩১-১-৯৫	মহেশতলা
৬।	মহম্মদ কাশেম	১০-২-৯৫	লালবাজার
৭।	মহম্মদ মামুদ আলম	১৭-২-৯৫	রিষড়া/শ্রীরামপুর
৮।	বলরাম কেওট	৪-৩-৯৫	আসানসোল
৯।	আরাজুল আলি মোল্লা	২৩-৩-৯৫	ভাঙর/বাদুড়িয়া
১০।	বিধান হালদার	২৮-৩-৯৫	নিউআলিপুর
১১।	মহম্মদ আলম	১৪-৪-৯৫	গার্ডেনরীচ
১২।	রোহিত ঘোষ	১-৫-৯৫	নাকাশীপাড়া
১৩।	ফুলঝুড়ি রায়	৫-৫-৯৫	জলপাইগুড়ি
১৪।	অশোককুমার	৯-৫-৯৫	কাঁটাতলা, ভাঙড়
১৫।	শ্যামল পাল	১৩-৫-৯৫	রাণাঘাট সাবজেল

গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা সমিতি, কলকাতা - ১২ থেকে প্রকাশিত এবং
আরডি প্রিন্টার্স, কলকাতা - ১২ থেকে মুদ্রিত। সাহায্য মূল্য ঃ এক টাকা